



১৪০ জন শিক্ষার্থীর ভতি বাতিলা প্রসঙ্গে

বিগত ১০ই অক্টোবর দৈনিক সংবাদ-এ শেরবাংলা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রথম বর্ষের ১৪০ জন শিক্ষার্থীকে স্বচ্ছায় ছুটি নেয়ার অজুহাতে ২০০ টাকা জরিমানা দিয়ে ক্রাশ করার নির্দেশ অমান্য করায় তাদের ভতি বাতিল করেছেন—এই মর্মে প্রকাশিত খবরটি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মর্মান্বিত করেছে। একতরফা এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নবীন শিক্ষার্থীদেরকে অনিশ্চিত ইতোশায় অন্ধকারে ঠেলে দিল।

সারা দেশ যখন বন্যায় বিধ্বস্ত সে সময় এসব শিক্ষার্থী (জীবনে প্রথম পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন) চিঠিপত্র সমরগত না পাওয়ায় পরিবার বর্গের জন্য অধীর হয়ে কয়েক দিনের ছুটি চাইলে কর্তৃপক্ষ ভালভাবে বোঝালে তারা হয়ত ছুটিতে যেত না। যাহোক, ছুটি নিলেও তারা অধ্যাক্ষের কথায় ১০ই সেপ্টেম্বর কলেজে উপস্থিত হয়। কিন্তু

তাদেরকে ক্রাশ করতে না দিয়ে পরবর্তী ২৪শে অক্টোবরের মধ্যে ২০০ টাকা জরিমানা দিয়ে ক্রাশ করার আদেশ দিলে তারা লিখিত ও মৌখিক ক্ষমা প্রার্থনা করে ক্রাশ করার অনুমতি চায়। উপরন্তু কর্তৃপক্ষ জরিমানা ছাড়াও তদন্ত কমিটিতে হাজির হতে বলেন, এবং পত্রিকায় শিক্ষার্থীরাই ক্রাশ করেছে না বলে অভিযোগ করেছেন।

শিক্ষার্থীদের ছুটির আবেদন মঞ্জুর করলে ১৬ই সেপ্টেম্বর হতে ক্রাশ হত। কিংবা ১০ই সেপ্টেম্বর ক্রাশ করতে দিলে এমনকি ২৩শে সেপ্টেম্বরের পূর্বে ক্রাশ করার প্রার্থনা মঞ্জুর করলে কিংবা অভিভাবকদের জ্ঞাত করলে অদ্যাবধি ক্রাশ বন্ধ থাকত না।

১৪০ জনের জীবনের সাথে জড়িত এহেন অমানবিক সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি; যাতে শিক্ষার্থীরা শীঘ্র ক্রাশ করতে পারে।

৩ জন অভিভাবক